জন্ম ১৯৬২ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বাবুনগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ১১ ভাই বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। পড়ালেখার হাতেখড়ি বাবুনগর প্রাইমারী স্কুলে, অত:পর কাঞ্চনা হাইস্কুল, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইনহা বিশ্ববিদ্যালয়(দক্ষিণ কোরিয়া) ও টেক্সাস এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়(যুক্তরাষ্ট) অনার্স (১৯৮২) ও মাস্টার্স (১৯৮৩) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমানে তিনি ডেপুটেশনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই বিসিএস' ১৯৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান এবং পরে তা ইস্তফা দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চ.বি.) ম্যানেজমেন্ট বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানেই ১৯৯৬ সহকারী অধ্যাপক, ২০০০ সহযোগী অধ্যাপক ও ২০০৪ অধ্যাপক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৩ আইন অনুসারে (চ.বি.) ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত হয়ে (চ.বি.) ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য তিনি ডেপুটেশনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার এবং লিয়েনে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। উপরন্ত তিনি জীবন বীমা কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বলা যায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়তনিক ও প্রশাসনিক যতরকমের দায়িত্ব আছে তা তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখেছেন বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের স্বাক্ষর।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সফলতার সাথে অধ্যাপনাসহ গবেষণায় সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ক ১৭টি বই অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত। দেশে বিদেশে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১০৭ এর অধিক। এমফিল/পিএইচডি গবেষণা সম্পন্নকারী ২৫ জন গবেষকের গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক/কনভেনর/থিসিস এক্সামিনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যা আজো অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রফেসর তাহের এর সাইটেশনের সংখ্যা ৩০০'র অধিক। "মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা" ও "শিল্প সম্পর্ক" বিষয়ক শিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশে তাঁর খ্যাতি আছে। ভিজিটিং প্রফেসর/এডজান্ট প্যাকাল্টি/রিসার্চ ফেলো/অতিথি বক্তা হিসেবে দেশে বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কাজ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছাড়া World Bank, UNDP, British Council, UGC, a2i, ADB, SSRC, COL ইত্যাদি সংস্থায় কনসোলটেন্টে/প্রকল্প পরিচালক/সাব প্রজেক্ট ম্যানেজার/ট্রেইনী ভেরিফায়ার/গবেষণা ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন।

রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও স্বাধীনতা, মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে রয়েছে অবিচল অবস্থান। পারিবারিকভাবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেও শিক্ষক পরিচয়ে নিজেকে গর্ববোধ করেন। এর বাইরে তাঁর কোন কাজ যদি সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে সেটা বাড়তি অর্জন, সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপামাত্র।

একাডেমিক ও গবেষণার কাজে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, জাপান, উত্তর কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব ও সার্কভুক্ত দেশসমূহ ভ্রমণ এবং ৩০টি প্রবন্ধ উপস্থপন করেন।

তাঁর পিতা মরহুম বুজুরুজ মেহের (গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্মকর্ত) ও মাতা মরহুমা জাহানারা বেগম ছিলেন সমাজ হিতৈষী। স্ত্রী ফারহানা আলম গৃহিনী এবং তিনি এক কন্যা ও দু'পুত্র সন্তানের জনক।